©mmhs013

fb.com/imran2592

গোয়েন্দা কিশোর মুসা রবিন

ক্যাম্পাসের ভূত

রকিব হাসান

AMARBOI.COM

ঘরে বসে বই পড়ছিল কিশোর, এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকল মুসা ও রবিন।

'মাত্র ওটাকে দেখে এলাম, কিশোর! সেই ভূতটাকে, রিচমন্ড কলেজে আস্তানা গেড়েছে যেটা!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে মুসার। 'দেখেই তোমাকে জানাতে ছুটে এলাম।'

'মুসা তো দেখেই আরেকটু হলে চোখ উল্টে দিয়েছিল,' রবিন যোগ করল। 'দুজনে মিলে আলোচনা করে ছুটে এলাম তোমার কাছে, রহস্যটার সমাধান করার জন্য।'

মিট মিট করে জ্বলে উঠল কিশোরের চোখের কালো মণি। আগ্রহী ভঙ্গিতে বলল, 'খুলে বলো সব।'

ঘটনাটা জানাল রবিন আর মুসা। স্টোনভিলের কাছে রিচমন্ড কলেজে একটা ড্যান্স পার্টি দেখতে গিয়েছিল ওরা। সঙ্গে ওদের আরও কয়েকজন বন্ধু ছিল। হঠাৎ ভূতটাকে চোখে পড়ে ওদের। কলেজের সীমানার বাইরে বনের কিনারে ধীরে ধীরে হেঁটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

বেড়াচ্ছিল ওটা।

'ধূসর একটা হুডওয়ালা আলখেল্লা পরে ছিল ভূতটা,' মুসা জানাল। 'একজন মহিলার ভূত। বেঁচে থাকতে নাকি ওই পোশাকটাই পরত ও।'

ভূতটা প্রফেসর লরা ওয়াইল্ডারের। একসময় রিচমন্ড কলেজে বিজ্ঞান পড়াতেন। পাঁচ বছর আগে, এক ঝড়ের রাতে, পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে যান তিনি। পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে তাঁর গাড়ি। দরজা খুলে গিয়ে গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েন তিনি নিচের খরস্রোতা নদীতে। হারিয়ে যান। তাঁর লাশটাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যান। আর তার পর থেকেই তাঁর ভূতটাকে বনের কিনারে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

'মাঝে মাঝে নাকি রাতের বেলা কলেজের ল্যাবরেটরিতেও মোমের আলো জ্বলতে দেখা যায়,' রবিন বলল। 'ওই কলেজের দুজন ছাত্র দেখেছে এই ঘটনা, আমাকে বলেছে। বড়ই অদ্ভুত!'

পার্টি ফেলে চলে এসেছে মুসা আর রবিন। খবরটা জানিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ টেলিভিশনের সামনে বসে রইল কিশোর। কিন্তু মন বসাতে পারল না। মগজজুড়ে রয়েছে আজব ভূতের গল্প, যেটা এইমাত্র জানিয়ে গেছে ওর দুই বন্ধু।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে ঘড়ি দেখল কিশোর, সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, পায়ের কাছে শুয়ে থাকা বুল টেরিয়ার কুকুরটাকে বলল, 'এই টিটু, ওঠ, মাত্র এগারোটা বাজে। নিজের চোখেই দেখে আসিগে, ভূতটা এখনো আছে কি না।'

ইয়ার্ডের একটা গাড়ি নিয়ে টিটুকেসহ বেরিয়ে পড়ল কিশোর। রাত হয়েছে, তাই যানবাহনের ভিড় খুব কম। স্টোনভিলে পৌঁছতে সময় লাগল না। বনের কিনারের রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাল। স্বচ্ছ পরিষ্কার চাঁদের আলোয়ও ভূতটুত কোনো কিছুই চোখে পড়ল না।

'নাহ্, টিটু,' পাশের সিটে বসা কুকুরটাকে আলতো করে চাপড়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'ভাগ্য আজ আমাদের সহায় হলো না।'

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, কিছুই না দেখে, কলেজের দিকে গাড়ি ঘোরাল ও। রিচমন্ড কলেজের সায়েন্স বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামল। হঠাৎ করেই হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল ওর। দোতলার একটা জানালায় মৃদু, কাঁপা আলো দেখল বলে মনে হলো।

দ্রুত আবার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আস্তে আস্তে এগোল কিশোর। কোনো একজন গার্ডকে খুঁজছে। হঠাৎ একজন ইউনিফর্ম পরা গার্ডকে চোখে পড়ল।

জানালার আলো দেখিয়ে তাকে প্রশ্ন করতেই গার্ড জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, ওটাই প্রফেসর ওয়াইল্ডারের ল্যাবরেটরি ছিল।'

গার্ডকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠতে শুরু করল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে উত্তেজিত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে টিটু। ল্যাবরেটরির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। তালা খুলল গার্ড। দরজার পাল্লা ঠেলে খুলল। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার।

সুইচ টিপে আলো জ্বালল গার্ড। ওয়ার্ক বেঞ্চে রাখা কিছু টেস্ট টিউব আর গবেষণার অন্যান্য সরঞ্জাম। যেন কেউ কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। অথচ কাউকে দেখা গেল না।

'দেখে তো মনে হচ্ছে, এইমাত্র কেউ কাজ করতে এসেছিল!' মাথা চুলকে বলল গার্ড। 'কিন্তু ঢুকল কীভাবে? রাতের বেলা ল্যাবরেটরি তালা দেওয়া থাকে। কোনো ছাত্র বা প্রফেসর নাইট গার্ডকে না জানিয়ে ঢুকতে পারবে না।'

দরজার তালা পরীক্ষা করে কিশোর বলল, 'এখানেও কোনো দাগটাগ নেই, জবরদস্তি করে তালা খোলার কোনো চিহ্নই নেই।'

দুই

পরদিন সকালে, নাশতার টেবিলে চাচাকে সব খুলে বলল কিশোর। ওর চাচা রাশেদ পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে পুরোনো মাল বেচাকেনার ব্যবসা করেন। পাশাপাশি তাঁর গোয়েন্দাগিরিও করেন। রহস্য সমাধান করতে ভালো লাগে তাঁর। এটা তাঁর অবসর সময়ের বিনোদন। বাতিল মালের ব্যবসাটার বেশির ভাগ দায়িত্ব তাঁর স্ত্রী মারিয়া পাশার ওপর থাকায় গোয়েন্দার কাজ করার সুযোগ পান তিনি।

কিশোরের মুখে সব শুনে বিস্মিত হলেন রাশেদ পাশা। 'আশ্চর্য! একেবারেই তো কাকতালীয়। একটু আগে প্রফেসর লরা ওয়াইল্ডারের একটা কেস নিতে অনুরোধ করা হয়েছে আমাকে।'

রাশেদ পাশা জানান, মৃত্যুর আগে আগে ফ্লোরিয়াম পেনটোজ নামের একটা রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন প্রফেসর ওয়াইল্ডার। 'দুর্লভ এক উদ্ভিদের মধ্যে পাওয়া যায় এই পদার্থ। ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে এই রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারকে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কারই বলা যেতে পারে।'

একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনে তাঁর এই আবিষ্কারের ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখেছিলেন লরা। কিন্তু সে সময় এটা কোনো সাড়া ফেলতে পারেনি। 'এখন, পাঁচ বছর পর,' বললেন রাশেদ পাশা, 'আমার এক পুরোনো মক্কেল, রিগবি ড্রাগ কোম্পানি, তাদের উৎপাদিত একটা ড্রাগে ফ্লোরিয়াম প্যানটোজ ব্যবহার করতে তৈরি হয়েছে। লরার সঙ্গে এ ব্যাপারে আগেই চুক্তি হয়েছে ওদের। লরার ফর্মুলা ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে তারা এই রাসায়নিক বানাতে চায়। প্যাটেন্টও করে ফেলেছে ওরা। কিন্তু কোন অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করতে হবে, সেটা লিখে রেখে যাননি প্রফেসর, অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কিংবা ইচ্ছা করেই কিছু কিছু জায়গা মুছে রেখে দিয়েছেন। সমস্যাটা হলো, চুক্তি অনুযায়ী এর জন্য রয়্যালটি দিতে হবে কোম্পানিকে। দিতে কোনো আপত্তি নেই তাদের, কিন্তু কাকে দেবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

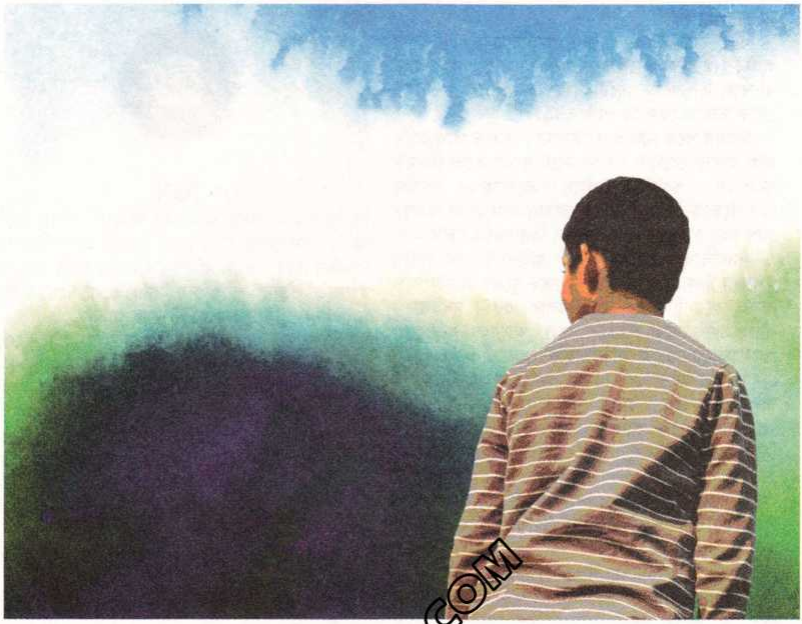

লরার কোনো বংশধরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই, যাকে এই রয়্যালটি দিতে পারে কোম্পানি। তা ছাড়া সত্যিই প্রফেসর ওয়াইল্ডারের মৃত্যু হয়েছে কি না, সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি এখনো।

'কাল রাতে যা দেখেছিস, সেগুলো মূল্যবান তথ্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললেন রাশেদ পাশা, 'কিন্তু কোন অনুঘটক ব্যবহার করে রাসায়নিকটা বানানো হয়, সেটা জানা না গেলে এসব তথ্য কোনো কাজেই লাগবে না। আবিষ্কারটা যেহেতু করেছেন, কোথাও না কোথাও ক্যাটালিস্টের কথা অবশ্যই লিখে রেখে গেছেন তিনি। সেটা কোনো নোটবুকে হতে পারে, কিংবা কাগজে লিখে ফাইলে ভরে।'

অনেকক্ষণ কথা বলে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বুকটাকে হালকা করলেন তিনি। তারপর বললেন, 'ভাগ্য খারাপ, প্রফেসর ওয়াইল্ডারের লাশটাও পাওয়া যায়নি। তাতে বৈধভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এই ঘোষণা করার বিষয়টাও জটিল হয়ে গেছে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি, চাচা,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'তুমি কী চাও, তোমার এই রহস্য সমাধানে সাহায্য করি আমি?'

হেসে, হাতের কফির কাপটা পিরিচে নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'তাহলে তো ভালোই হয়। জানিসই তো, অনেকগুলো মাল আনতে যেতে হবে আমাকে, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। কেসটা আপাতত হাতে নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তুই কাজটা নিলে খুশি হয়েই আমার মক্কেলকে হ্যাঁ বলে দিতে পারি। যদি এই রহস্যের সমাধান করতে পারিস, কিংবা জরুরি কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারিস, সেটাও আমার জন্য মস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

উপকার হবে।'

ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন মেরি চাচি। এতক্ষণ অফিসে ছিলেন। কাজের চাপ বেশি। তাই কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলতে লাগলেন।

নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। কাপড় পরে তৈরি হয়ে আবার বেরোল। গাড়ি নিয়ে রওনা হলো রিচমন্ড কলেজে। ওখানে পৌঁছে কলেজের সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডিন হ্যারল্ডের সঙ্গে দেখা করল। বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য দিলেন কিশোরকে তিনি।

সাদাসিধে, একজন অসুখী মহিলা ছিলেন লরা। ইগলের বাঁকা ঠোঁটের মতো নাক। মুখের একটা পাশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ছোটবেলার একটা দুর্ঘটনায়। বয়স যদিও মাত্র পঁয়ত্রিশ ছিল, আড়ালে কলেজের ছেলেমেয়েরা তাঁকে 'বুড়ি ডাইনি' বলে ডাকত।

'আমার মনে হয়, এসব কারণেই কথাবার্তা খুব রুক্ষ ছিল লরার, কথায় কোনো রস ছিল না,' ডিন জানালেন। 'তবু আমরা তাঁকে ফ্যাকাল্টিতে রেখে দিয়েছিলাম। কারণ, খুব মেধাবী বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি।'

জানালেন, লরার গবেষণার সব কাগজ আর ফাইল ল্যাবরেটরির একটা আলমারিতে রেখে দেওয়া হয়েছে।

'কিন্তু ওগুলো আমরা রিগবি ড্রাগ কোম্পানির হাতে তুলে দিইনি,' ডিন বললেন। 'দিইনি, অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ, লরার মৃত্যুটা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তাঁর কাগজগুলো আমিসহ আমাদের অনেক প্রফেসরই দেখেছেন, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আসল জিনিসটারই উল্লেখ নেই—গবেষণার কাজে কোন অনুঘটকটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন।'

'নদীর খাঁড়িতে তাঁর লাশ খোঁজেনি পুলিশ?' কিশোর জিগ্যেস করল।

'খুঁজেছে, কিন্তু কোনো চিহ্নই পায়নি। প্রচণ্ড ঝড়ের রাত ছিল সেটা, নদী কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল, প্রবল স্রোত নিশ্চয় তাঁর দেহটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভাটিতে।'

তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন বেঁচে আছে কি না, কলেজ জানে না।

'কয়েক দিন আগে,' ডিন বললেন, 'টিনা হার্বার্ট নামের একটা মেয়ে এসে নিজেকে লরার বোনের মেয়ে দাবি করেছে।'

'মেয়েটা কি এখনো এ শহরেই আছে?'

ভ্রুকুটি করলেন ডিন হ্যারল্ড। 'মনে হয় আছে। আমার ধারণা, এখানকার কোনো হোটেলে উঠেছে। আমি মেয়েটাকে প্রফেসর জনসনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। জনসন নিশ্চয় জানে, কোন হোটেলে উঠেছে টিনা।' ডিন জানালেন, ফ্যাকাল্টিতে একমাত্র প্রফেসর রিড জনসনের সঙ্গেই কিছুটা খাতির ছিল লরার। একান্তে বসে আলাপ-আলোচনা করত। লরার কাগজপত্রের মধ্যে কোরি অ্যালেঙ্গার নামে এক মহিলার নাম উল্লেখ করা আছে, তবে কখনো ওই মহিলাকে লরার সঙ্গে দেখা করতে ফ্যাকাল্টিতে আসতে দেখা যায়নি।

তিন

কিশোরকে প্রফেসর জনসনের অফিসে পৌঁছে দিলেন ডিন। প্রফেসরের বয়স দেখে অবাক হলো কিশোর। একজন যুবক। বয়স বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি হবে না। ইংরেজি পড়ান। দীর্ঘ দেহ, লম্বা এলোমেলো বাদামি চুল, পরনে টুইডের জ্যাকেট আর স্ল্যাকস।

'বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি,' হেসে বললেন প্রফেসর জনসন। 'আমার ধারণা, লরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের প্রধান কারণটা ছিল সাহিত্য—আমি ইংরেজি সাহিত্য পড়াই—সাহিত্য ভালোবাসত ও। ওর রুক্ষতা, ধারাল জিব কেউ সহ্য করতে পারত না, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার আড়ালে ওর কোমল মনটার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম আমি, বুঝে গিয়েছিলাম বড়ই নিঃসঙ্গ আর অসুখী মানুষ লরা। আর বুঝতে পেরেছিলাম বলেই ওর সঙ্গে আমার সময় খুব ভালো কাটত।'

'দুর্ঘটনার রাতে আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছিল?' জানতে চাইল কিশোর।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন জনসন। 'সত্যি কথাটা হলো, ওটা দুর্ঘটনা ছিল না, ইচ্ছা করেই নিজের গাড়িটাকে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিয়েছিল ও।'

ভেতরে ভেতরে চমকে গেল কিশোর, তবে চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিল না। আরও অনেক কথা বললেন প্রফেসর জনসন। তিনি জানান, ঘটনার দিন একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন থেকে ফিরে এসেছিলেন প্রফেসর লরা ওয়াইন্ডার। সম্মেলনে সবার সামনে তাঁর আবিষ্কৃত ফ্লোরিয়াম পেনটোজের ওপরে লেখা একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই আবিষ্কারের জন্য অনেক বাহবা পাবেন তিনি, প্রশংসা কুড়াবেন। কিন্তু তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানীরা মোটেও স্বাগত জানালেন না আবিষ্কারটাকে, প্রশংসা তো দূরের কথা, বরং কেউ কেউ এত বেশি শীতলতা দেখালেন, মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন লরা। তাঁর ধারণা হয়েছিল, রুক্ষ ব্যবহার আর বিশ্রী চেহারার জন্যই তাঁকে বেশি করে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

'বিকেলে ভগ্ন, বিধ্বস্ত চেহারা আর ভয়ংকর মেজাজ নিয়ে ফ্যাকাল্টিতে ফিরে এলেন তিনি,' প্রফেসর জনসন বললেন। 'সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। বললেন, কেউ তাঁকে দেখতে পারে না। নিজের গবেষণাগারে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন। কয়েক ঘণ্টা থাকলেন সেখানে। তারপর রাত-দুপুরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে। তারপর অ্যাক্সিডেন্ট করলেন।'

'তিনি থাকতেন কোথায়?' কিশোর জিগ্যেস করল।

'ক্যাম্পাসের কাছেই একটা অ্যাপার্টমেন্টে, ওপরতলায় ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়িটার মালিক এক বৃদ্ধ দম্পতি,' জনসন জবাব দিলেন। 'তাঁর মৃত্যুর পর অন্য কেউ গরজ না দেখানোয় বাড়িওয়ালার কাছ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

থেকে তাঁর জিনিসপত্রগুলো আমি নিয়ে এসে আমার গ্যারেজে ফেলে রেখেছি। ওগুলো ওখানেই পড়ে আছে এখনো।'

আগ্রহে জ্বলে উঠল কিশোরের চোখ। 'তার মানে, লরার বান্ধবী কোরি অ্যালেঙ্গারের কাছ থেকে আসা চিঠিগুলো আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ।' হাসলেন রিড জনসন। 'একটা আজব বন্ধুত্ব বলে মনে হয়েছে আমার।'

কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করল কিশোর, 'কেন?'

'কারণ, কোরি অ্যালেঙ্গার আর লরার স্বভাবে বড়ই অমিল ছিল বলে মনে হয়েছে আমার। বোধ হয় ছোটবেলায় স্কুলজীবন থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। না হলে বন্ধুত্ব হওয়ার কথা নয়। চিঠি পড়ে মনে হয়েছে, কোরি খুব হাসিখুশি, মিষ্টভাষী, আর আকর্ষণীয় চেহারার মহিলা। সমাজে খুব জনপ্রিয়, অনেক ভক্ত তাঁর।' জনসন যোগ করলেন, লরা যদিও খামগুলো রাখেননি, তবু চিঠি পড়েই বোঝা যায়, ওগুলো এসেছে ফ্রেঞ্চ রিভিয়ারা, মেক্সিকো আর পৃথিবীর যত গ্ল্যামারাস রিসোর্ট থেকে। সবশেষে বললেন, 'চিঠিগুলো পড়তে চাইলে পড়তে পারো।'

'থ্যাংকস,' খুশি হয়েই জবাব দিল কিশোর। 'পড়লে হয়তো কিছু জানতে পারব।' তারপর, লরার বোনঝি টিনার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করল ও। জনসন জানান, স্টোনভিল হোটেলে উঠেছে টিনা। আচমকা কিশোরকে ফ্যাকাল্টি ক্লাবে লাঞ্চ খাবার দাওয়াত দিয়ে বসলেন তিনি। বললেন, টিনাও খেতে আসবে।

অবাকই হলো কিশোর। এতটা আশা করেনি। রাজি হয়ে গেল।

চার

ছিপছিপে তরুণী টিনা, বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। ফোলানো সোনালি চুল, সবুজ চোখ, মুখের মেকআপের সঙ্গে মিলিয়ে সবুজ রং লাগিয়েছে

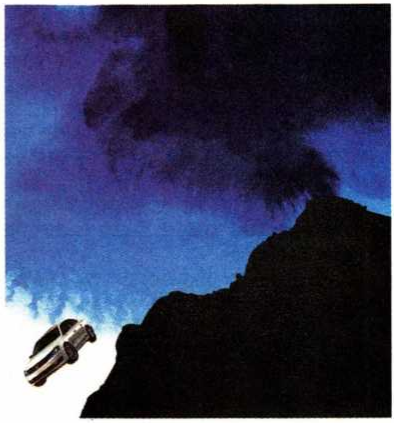

পাপড়িতে। তাকানোর সময় ঘন ঘন নাচাচ্ছে সেগুলো। কথায় আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের কাউবয়দের মতো টান। যদিও কণ্ঠস্বরটা বেশ মিষ্টি, তবু নাকি স্বরে কথা বলাতে কানে লাগে। কোথায় থাকে জিগ্যেস করে জানতে পারল কিশোর, টেক্সাসে।

ফ্যাকাল্টি ক্লাবের সেদিনকার স্পেশাল ডিশ এগ বেনেডিক্টের অর্ডার দিয়েছেন জনসন।

'আমার ফুপুর ওই রাসায়নিক প্যাটেন্টটার দাম কত হতে পারে বলে তোমার ধারণা?' খেতে খেতে জিগ্যেস করল টিনা।

'আমি জানি না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'আমার ধারণা ছিল জানো, যেহেতু তোমার চাচা এ কেসটা ডিল করছেন, রিগবি ড্রাগ কোম্পানির সঙ্গে নিশ্চয় যোগাযোগ আছে।'

'আছে। তবে রয়্যালটি কত দেওয়া হবে, সে সম্পর্কে চাচাও বোধ হয় কিছু জানেন না,' জবাব দিল কিশোর। তারপর বিষয়টা ব্যাখ্যা করল, যেহেতু ফ্লোরিয়াম পেনটোজ বানাতে কোন অনুঘটক ব্যবহার করেছিলেন লরা, সেটা এখনো জানে না কোম্পানি, বানিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেনি, রয়্যালটি কত হতে পারে, সেটাও বোঝার কথা নয় তাদের।

অধৈর্য আর সন্দিহান মনে হলো সোনালি চুলওয়ালা মেয়েটাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

'কই, আমি তো কোনো অনুঘটকের কথা কখনো শুনিনি,' রুক্ষ শোনাল টিনার কণ্ঠ। তারপর কথায় কথায় লরার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, সেটা জানাল। টিনার মা লরার সৎবোন। তবে লরা আর তাঁর বোনের বয়স এগারো-বারো হতেই সংসারটা ভেঙে গিয়েছিল।

'লরা নিশ্চয় দক্ষিণ-পশ্চিমে বড় হননি,' জনসন মন্তব্য করলেন। 'কারণ, তাঁর কথায় সে রকম টান ছিল না।'

'আপনার খালা রিচমন্ড কলেজের প্রফেসর, জানলেন কী করে আপনি?' টিনাকে জিগ্যেস করল কিশোর।

'এখানকার ক্যাম্পাসের ভূতের কথাটা টেলিভিশনে দেখেছি আমি,' টিনা জবাব দিল। 'রিচমন্ড কলেজের ক্যাম্পাস-ভূত নিয়ে একটা স্টোরি তৈরি করেছে ওরা। টিভির রিপোর্টার জানিয়েছে, লরা ওয়াইল্ডার নামে দুর্ঘটনায় মৃত একজন প্রফেসর একটা কেমিক্যাল আবিষ্কার করেছিলেন, যেটার প্যাটেন্ট বিক্রি করা হয়েছে রিগবি ড্রাগ কোম্পানি নামের একটা কোম্পানির কাছে। ভাবলাম, ওই মৃত প্রফেসরই আমার খালা নয়তো?' টিনা জানাল, কীভাবে ওর মৃত মায়ের কাগজপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে মায়ের হাতের লেখা একটা নোট বের করেছে ও, যাতে রিচমন্ড কলেজের জনৈক বিজ্ঞানী লরা ওয়াইল্ডারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের উল্লেখ রয়েছে।

টিনার খালা রিচমন্ড কলেজে পড়ান, আগে থেকেই সেটা জানে টিনা—এ ব্যাপারে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল কিশোরের, গুরুত্ব দেয়নি, তবে টিনার সব কথা শোনার পর এ বিষয়ে আকৃষ্ট হলো।

'ইয়ে, শোনো,' খেতে খেতে বলে উঠলেন মিস্টার প্রফেসর জনসন, 'লরা কোথায় থাকত, সেটা তোমরা দেখতে চাও? আমি তোমাদের দেখাতে পারি।'

খুব একটা আগ্রহ দেখাল না টিনা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হয়ে উঠল কিশোর।

এ সময় টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল একজন ওয়েটার। 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের মধ্যে কার নাম কিশোর পাশা?' মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোর বোঝাল, ওর নাম কিশোর পাশা। ওয়েটার তখন বলল, ওর ফোন এসেছে। কলেজের ডিন মিস্টার হ্যারল্ড তার সঙ্গে কথা বলতে চান।

'তুমি নিশ্চয় প্রফেসর জনসনের সঙ্গে ক্লাবে লাঞ্চ করছ,' কিশোর ফোন ধরলে ডিন হ্যারল্ড বললেন। 'আমার মনে হয় একটা বিষয় তোমাকে খুব আগ্রহী করবে, কিশোর, তাই ফোন করলাম। লরা ওয়াইল্ডারের পত্রলেখক বান্ধবী কোরি অ্যালেঙ্গার হুট করেই আমার অফিসে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই চাই!' উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। জানাল, আধঘণ্টার মধ্যেই ডিনের অফিসে হাজির হয়ে যাবে ও।

টেবিলে ফিরে এসে খবরটা প্রফেসর জনসন আর টিনাকে জানাল কিশোর। আপাতত লরার বাসায় যাওয়া বন্ধ রেখে প্রথমে ডিনের অফিসে যেতে চায় ও। ঠিক হলো, বেলা তিনটায় লরার বাসায় যাবে।

খাওয়া সেরে, বিল মিটিয়ে দিয়ে ডায়নিং রুম থেকে বেরোল তিনজনে। ক্লাবের লবি ধরে এগোনোর সময় চিঠির বাক্সে তাঁর নামে কোনো চিঠি এসেছে কি না, দেখলেন প্রফেসর। একটা মেসেজ পেলেন। পড়তে পড়তে বিস্ময় ফুটল তাঁর চেহারায়।

'কিছু হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

নীরবে মেসেজটা তার হাতে তুলে দিলেন প্রফেসর। তাতে লেখা রয়েছে :

বিষয়টা তোমার কাছে অদ্ভুত লাগতে পারে, রিড, কিন্তু এখন আমি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি, ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আজ যখন তোমরা ক্লাবের ডায়নিং রুমে বসে লাঞ্চ করছিলে, তোমার টেবিলে বসা কালো কোঁকড়া চুল ছেলেটার মাথা ঘিরে একধরনের আভা জ্বলজ্বল করতে দেখেছি। আমার বিশ্বাস, প্রেতজগতের কোনো প্রেতাত্মা ভর করতে চাইছে ছেলেটার ওপর। ওকে সাবধান থাকতে বোলো।

মেসেজটায় কোনো সই নেই। মুখ তুলে প্রশ্ন করল কিশোর, 'কে লিখেছে এটা?'

অস্বস্তিভরা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জনসন। 'বুঝতে পারছি না। কলেজে প্যারসাইকোলজিতে যারা বিশ্বাস করে, তাদের কেউ হতে পারে। অতিলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করে ওরা, আধিভৌতিক বিষয়েও আগ্রহ আছে ওদের। ওদেরই কেউ হয়তো ঘটনাটা ঘটতে দেখে সাবধান করে দিয়েছে।'

ভূতে চিঠি লিখেছে, যদিও এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, তবু কেন যেন ওর মেরুদণ্ডে শিরশির করে উঠল।

পাঁচ

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ে কোরি অ্যালেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করল কিশোর। আকর্ষণীয় চেহারার একজন মহিলা। বয়স চল্লিশ। ডিন হ্যারল্ড দুজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, ওদের রেখে বেরিয়ে গেলেন।

'আপনি কি এখানেই থাকেন?' জিগ্যেস করল কিশোর।

'না, লস অ্যাঞ্জেলেসে। লরা বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে খুব একটা দেখা করিনি বলে এখন সত্যিই দুঃখ হচ্ছে।'

মহিলার কথা বলার ঢঙের সঙ্গে টিনার বলার মিল আছে, লক্ষ করল কিশোর। জিগ্যেস করল, তিনিও টেক্সাস থেকে এসেছেন কি না।

হাসলেন কোরি। 'একসময় ছিলাম ওখানে। তার মানে কথার টানটা এখনো রয়ে গেছে, আমি অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

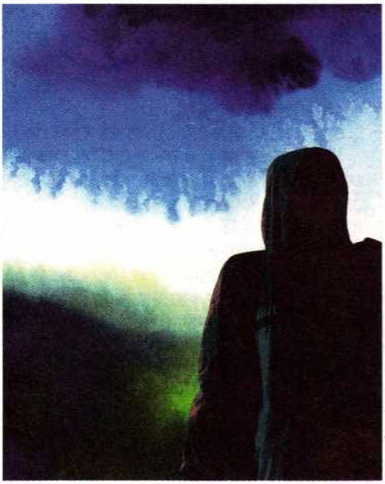

ধরতে পারি না।' তিনি জানালেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা মহিলা কলেজে লরা ওয়াইল্ডারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর, বন্ধুত্ব হয়েছে। 'তারপর লরা এখানে চলে এলে ঘন ঘন তাকে চিঠি লিখতাম আমি, কিন্তু সে খুব কমই জবাব দিত, তাই শেষে যোগাযোগটা কেটে গিয়েছিল।'

একটা ব্যাপারে অবাক লাগল কিশোরের, তাঁর বান্ধবীর সম্পর্কে প্রায় কিছুই বললেন না তিনি। কিশোর এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে বিব্রত হয়ে তিনি জানালেন, কিছুদিন হলো তাঁর স্মৃতিশক্তি লোপ হয়ে গেছে। বললেন, 'সত্যি কথাটাই বলি, ওর কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, পত্রিকায় ওর মৃত্যুর কাহিনিটা পড়ে মনে হয়েছে। এখানে যে এসেছি, তার একটা কারণ, আমার আশা, ওর ব্যাপারে আলোচনা করলে হয়তো পুরোনো অনেক কথা মনে পড়বে আমার।'

কোরির কাছ থেকে জানতে পারল কিশোর, তিনি অবিবাহিত, এখন আর কলেজে পড়ান না, লস অ্যাঞ্জেলেসে স্যাবাক মেডিকেল ল্যাবরেটরি নামের একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন।

কথা শেষ হলো। তিনটার সময় প্রফেসর জনসন আর টিনার সঙ্গে লরার বাসাটা দেখতে যাওয়ার কথা। গাড়ি চালিয়ে সেখানে চলল কিশোর। কোরির সঙ্গে মিটিংয়ের কথাটা ভাবতে লাগল। যদিও মহিলাকে খুবই ভালো লেগেছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে, কেমন রহস্যময় মনে হয়েছে তাঁকে। কী যেন একটা গোপনীয়তা। যেটা ধরতে পারেনি ও।

স্টোনভিল শহরের প্রান্তে লরার বাসাটা এত বেশি গাছপালায় ঘেরা, মনে হয় যেন জঙ্গলের ভেতর। কাঠের তৈরি একটা দোতলা বাড়ি। কলেজের কাছেই। বাড়ির সামনে গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিলেন প্রফেসর জনসন আর টিনা। ওদের পাশে এনে গাড়ি রাখল কিশোর।

ঘণ্টা বাজাতেই দরজা খুলে দিলেন সুদর্শন চেহারার এক বৃদ্ধা। 'ইনি মিসেস ব্রিক,' কিশোরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জনসন।

'মিস্টার ব্রিক কোথায়, মিসেস ব্রিক?' জিগ্যেস করলেন জনসন।

'কাজে বেরিয়েছে,' জবাব দিলেন মিসেস ব্রিক।

কেন এসেছেন, তাঁকে জানালেন প্রফেসর জনসন।

'অসুবিধা নেই,' মিসেস ব্রিক বললেন। 'ওপর তলাটা খালিই আছে। মিস ওয়াইল্ডার চলে যাওয়ার পর আবার ভাড়া দিয়েছিলাম। ওরাও গত হপ্তায় খালি করে দিয়ে চলে গেছে। কাজেই ওপরে গিয়ে বিনা দ্বিধায় দেখতে পারেন।'

ওপরের ঘরের আসবাব সবই পুরোনো ফ্যাশনের। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক। গভীর মনোযোগে প্রতিটি ঘর পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কিশোর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে আর অবাক হয়ে ভাবছে, এত দিন পর এখনো কি এখানে লরা ওয়াইল্ডারের নিখোঁজ হওয়ার কোনো সূত্র পাওয়া যাবে?

'তাঁর জিনিসপত্র বের করে নিয়ে যাওয়ার আগে ঘরটাতে কী খোঁজা হয়েছিল?' জিগ্যেস করল কিশোর।

'না, খুব বেশি খোঁজা হয়নি,' মিসেস ব্রিক জবাব দিলেন। 'আর এখন খুঁজলেও কিছু পাওয়া যাবে না। দেয়ালে নতুন রং করা হয়েছে। কার্পেট আর আসবাব কয়েকবার করে পরিষ্কার করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেসর ওয়াইল্ডার আমাদের বাড়িতে থাকতেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমরা। বেশির ভাগ সময়ই ঘরের দরজা আটকে দিয়ে থাকতেন, একা থাকতেই ভালোবাসতেন তিনি।'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

কোনোই লাভ হলো না এখানে এসে, ভাবছে কিশোর। বেরিয়ে এসে গাড়ির দিকে এগোনোর সময় প্রফেসর জনসন বললেন তাকে, 'যদি ভেবে থাকো, আমার গ্যারেজে রাখা জিনিসপত্রের মধ্যে ক্যাটালিস্টের নামটা পাবে, তাহলে নিরাশ হতে হবে তোমাকে। কোনো কিছু দেখা বাকি রাখিনি আমি। তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'মনে হয় তাঁর গবেষণার সব কাগজপত্র তিনি ক্যাম্পাসেই রাখতেন। কলেজের কাজ কলেজে রেখে মনটাকে ফাঁকা করে বাড়িতে বসে থাকতেন। বাড়িতে খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া বোধ হয় কোনো কিছুই করতেন না।'

প্রফেসর আর টিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল কিশোর। ঘড়ি দেখল। চারটে বাজে। শহরে ঢুকে একটা দোকান থেকে স্যাবাক মেডিকেল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে দেখা করার অনুমতি নিল। তারপর লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশে রওনা হলো।

ফোন করে ভালোই করেছে। কারণ, লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন পৌঁছাল ও, ল্যাবরেটরির অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। তবু কথা যেহেতু দিয়েছেন, কিশোরের জন্য অপেক্ষা করে বসে রইলেন পরিচালক। লম্বা একজন মানুষ। চোখে রিমলেস চশমা। আন্তরিকভাবেই কিশোরকে সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু কোরি অ্যালেঙ্গারের কাছে যা তথ্য পেয়েছে, তার চেয়ে বেশি কিছু আর পেল না এখানে কিশোর। এখানেই কাজ করেন কোরি। টেকনিশিয়ানের কাজ।

'কোরির অতীত সম্পর্কে কী কী জানেন আপনি?' জিগ্যেস করল কিশোর।

'প্রায় কিছুই না। লস অ্যাঞ্জেলেস সিটির একজন বড় চিকিৎসক, ড. অ্যাডাম ফ্রিম্যানের সুপারিশে কোরিকে এখানে কাজ দিয়েছি আমরা। দিয়ে ভুল করিনি। খুব দক্ষ আর নির্ভরশীল মহিলা কোরি অ্যালেঙ্গার।'

আরও নানা প্রশ্ন করল কিশোর। কিন্তু নতুন আর কোনো তথ্যই জানতে পারল না পরিচালকের কাছ থেকে। বাড়ি ফেরার পথে বারবার একটা কথা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ও, প্রফেসর জনসনের কাছে পাওয়া, লরার কাছে লেখা কোরির চিঠিপত্র থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি একজন ধনী মানুষ। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। তাহলে সাধারণ একটা ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানের কাজ করেন কেন?

ছয়

বাড়ি ফিরে কিশোর দেখল, ওর দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন মেরি চাচি। তাড়াতাড়ি টেবিলে খাবার বেড়ে দিলেন। খাওয়া সবে শেষ করেছে কিশোর, এই সময় বাজল টেলিফোন। প্রফেসর রিড জনসন।

'একটা কথা মনে পড়ল,' টেলিফোনে বললেন তিনি, 'সে জন্যই ফোন করলাম। লরার বাসা যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটায়, তার কাছে পুরোনো একটা কেবিন আছে। ওই কেবিনে বসে বসে মাঝেমধ্যে কবিতা লিখতেন লরা।'

'কবিতা?' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

হাসলেন জনসন। 'শুনলে পাগলামিই মনে হবে, জানি। কিন্তু বাইরে থেকে কট্টর স্বভাবের মনে হলেও ভেতরে একটা রোমান্টিক মন ছিল লরার, যেটার কথা আমি ছাড়া ফ্যাকাল্টির আর কেউ জানে না। তাঁর সব বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ক্যাম্পাসের ভেতরে বসে করলেও কবিতা লেখার বেলায় তিনি বাইরে চলে যেতেন, তুমি চলে যাওয়ার পর মনে হয়েছে আমার। কবিতার কথা মাথায় আসতেই কেবিনটার কথা মনে পড়ল। আমি যতদূর জানি, ওটাতে কখনো তল্লাশি চালানো হয়নি। আমি ভাবছি, দেখতে যাব। তুমি আসবে নাকি? তাহলে একসঙ্গে যেতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল কিশোর। প্রফেসর জানান, ২০ মিনিটের মধ্যে বাড়ি থেকে তুলে নেবেন ওকে।

কিছুক্ষণ পর, বনের ভেতরে প্রফেসর জনসনের সঙ্গে পুরোনো কেবিনটার দিকে এগিয়ে চলল কিশোর। অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা ফ্যাকাশে সোনালি চাঁদ মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। দেখে মনে হচ্ছে, ভুতুড়ে আলেখল্লার আড়ালে থেকে যেন কাঁপছে চাঁদটা।

'কেবিনটা কার?' কিশোর জিগ্যেস করল।

'কারোর না। খালি, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে—আমি স্টোনভিলে আসার পর থেকেই দেখছি। এখানে আসার সময় সঙ্গে করে একটা ডেক চেয়ার আর পোর্টেবল ল্যাম্প নিয়ে আসতেন লরা। সাধারণত গরমের বিকেলগুলোতেই আসতেন তিনি। এখানে বসে বই পড়তেন। লিখতেন।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। প্রফেসরের হাত খামচে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'দেখুন!'

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা আবছা ছায়ামূর্তি। সামান্য দূরে। গায়ে একটা আলখেল্লা। মাথায় হুড। লরার ভূতটা যে পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক সে রকম।

ফ্যাকাল্টি ক্লাবে পাওয়া মেসেজটার কথা মনে পড়ল কিশোরের। তাতে লেখা ছিল: আমার বিশ্বাস, প্রেতজগতের কোনো প্রেতাত্মা ভর করতে চাইছে ছেলেটার ওপর। ভেবে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। হাতের লোম খাড়া হয়ে গেল।

মনে হলো, ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ছায়ামূর্তিটা। তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে চলে গেল। তবে যাওয়ার আগে মুখ ফিরিয়ে তাকাল একবার ওদের দিকে। ওটার কুৎসিত ক্ষতবিক্ষত ফ্যাকাশে সাদা ভুতুড়ে মুখটা ভালোমতোই দেখতে পেল কিশোর।

চোখের পলকে বনের অন্ধকার ছায়ায় হারিয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা।

'চলুন!' প্রফেসরের হাত ধরে টানল কিশোর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

'ওটার পিছু নিই!'

সামনে এগোল কিশোর। পেছনে জনসন। তাড়াহুড়ো করে এগোতে গিয়ে ঝোপের লতায় পা বেঁধে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন প্রফেসর। ফিরে এসে হাত ধরে তাঁকে টেনে তুলল কিশোর। তাতে সময় নষ্ট হলো।

ফিরে তাকিয়ে হাতের টর্চটা জ্বালল কিশোর। গাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। বনের ভেতরে টর্চের আলো ফেলে, এদিক-ওদিক সরিয়ে, ভালোমতো খুঁজল। কিন্তু গাছের ফাঁকে কোথাও আর দেখা গেল না ছায়ামূর্তিটাকে। সে যখন প্রফেসরকে তুলতে ব্যস্ত, সে সময় পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে ভূতটা।

হতাশ কণ্ঠে বিড়বিড় করল কিশোর, 'আর পিছু নিয়ে লাভ নেই!' প্রফেসরের দিকে ফিরে বলল, 'চলুন, যেখানে যাচ্ছিলাম। কেবিনটা দেখি।'

স্যাঁতসেঁতে, শূন্য কেবিন। দুটো জানালার একটায় কাচ নেই। আরেকটায় যাও-বা আছে, তাও ভাঙা। ছাতের একটা বড় ফুটো দিয়ে বৃষ্টির পানি পড়ে। ঘরে আসবাব বলতে রয়েছে একটা নড়বড়ে চেয়ার, আর এক কোণে একটা স্টোভ।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে একটা বাক্স চোখে পড়ল কিশোরের। টিনের তৈরি দুধ রাখার পুরোনো বাক্স। এগিয়ে গিয়ে ডালাটা উঁচু করল ও। ভেতরে টর্চের আলো ফেলতেই উত্তেজিত চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ভেতরে কতগুলো কাগজ।

কাগজগুলো তুলে নিয়ে দেখতে শুরু করল কিশোর। একটা কাগজেই শুধু কবিতা লেখা রয়েছে। হাতে লেখা। বাকি কাগজগুলো টাইপ করা। নিচে লরা ওয়াইল্ডারের নাম লেখা সই। দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলে মুখ তুলে প্রফেসরের দিকে তাকাল কিশোর। বলল, 'এটা একটা দলিল। লরা ওয়াইল্ডার তাঁর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রিয় বোনঝি টিনা হার্বার্টকে দিয়ে গেছেন!'

'দেখি!' কিশোরের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে টর্চের আলোয় পড়ে মৃদু শিস দিয়ে উঠলেন জনসন। 'হঠাৎ করেই বড়লোক হয়ে গেল টিনা!'

'হ্যাঁ! সে রকমই মনে হচ্ছে, তাই না?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'দলিলগুলো আমার চাচার কাছে নিয়ে যাই, কী বলেন? চাচার একজন উকিল বন্ধু আছেন। তাঁকে দেখালে ভালো হয়।'

ঘোরের মধ্যে যেন মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর। 'একের পর এক এইসব অদ্ভুত ঘটনা! আশ্চর্যই লাগছে! নিয়ে যাও। সেটাই ভালো হবে।'

কাগজগুলো বাড়ি নিয়ে এল কিশোর। চাচাকে দেখাল। উল্টেপাল্টে দেখে রাশেদ পাশা বললেন, 'এভাবে দেখে তো কিছু বোঝা যাবে না। উকিলকে দেখিয়ে শিওর হতে হবে।'

'হ্যাঁ, সে জন্যই তো আনলাম।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে দুজনে, এ সময় ঘরে ঢুকল মুসা ও রবিন। চোখ বড় বড় করে কিশোরের কাছে সব ঘটনা শুনল দুজনে। বনের ভেতর দেখা ভূতটার কথা শুনে আঁতকে উঠল মুসা।

'বলো কী?' রবিন বলল। 'ভূতটা তাহলে সত্যিই ঘুরে বেড়ায় বনের ভেতরে?'

'যেভাবে ভূতের বর্ণনা দিলে,' কিশোরকে বলল মুসা, 'আজ রাতে শিওর দুঃস্বপ্ন দেখব আমি।'

একটা বুদ্ধি এল কিশোরের মাথায়। বলল, 'কাল তোমাদের দুজনকে একটা কাজ করতে হবে। করবে?'

'কী?' জানতে চাইল রবিন।

'আমার হয়ে খানিকটা গোয়েন্দাগিরি।'

রাজি হয়ে গেল দুজনেই। কী করতে হবে, খুলে বলল তখন কিশোর। টিনা হার্বার্টের পিছু নিতে। অনুসরণ করে দেখতে হবে—ও কোথায় যায়, কী করে। তারপর চাচাকে দিয়ে স্টোনভিল হোটেলের হাউস ডিটেকটিভকে ফোন করাল। ডিটেকটিভ ওর চাচার বন্ধু। মুসা ও রবিনকে সাহায্য করতে তাঁকে বলে দিলেন রাশেদ পাশা।

সাত

পরদিন সকালে আবার রিচমন্ড কলেজে ফিরে এল কিশোর। সেই গার্ডের সঙ্গে দেখা করল, যে ওকে প্রফেসর ওয়াইল্ডারের ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে দিয়েছিল।

'বারান্দার দিকের দরজাটা তো তালাবদ্ধ থাকে,' কিশোর বলল। 'ওটা ছাড়া ল্যাবরেটরিতে ঢোকার আর

AMARBOI.COM

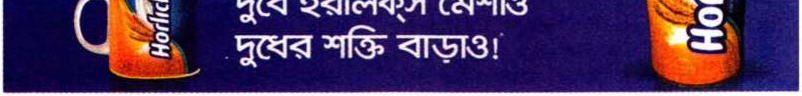

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

কোনো পথ কি আছে?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রুকুটি করল গার্ড। জবাব দেওয়ার আগে মাথার টুপিটা পেছনে ঠেলে দিল। তারপর বলল, 'ইয়ে, হ্যাঁ, আছে। ল্যাবরেটরির মালপত্র রাখার দেয়াল আলমারির পেছনে একটা ছোট্ট দরজা আছে। সেটা দিয়ে সেলারে নামা যায়। কিন্তু বহু বছর ওই ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়িটা কেউ ব্যবহার করে না। রেলিংও নেই। বিপজ্জনক, তাই বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে রাখা হয়।'

'আমি যেদিন ঢুকলাম, সেদিন রাতেও কি হুড়কো লাগানো ছিল?' কিশোরের প্রশ্ন।

'তা তো ছিলই,' মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'সেদিন বিকেলে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করার আগে কিছু মালপত্র রেখেছিলাম আলমারিতে। তখন দেখেছি হুড়কোটা লাগানো আছে।'

'এখন আবার দেখা যাবে?'

দ্বিধা করল গার্ড। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিশোরকে নিয়ে চলল সায়েন্স বিল্ডিংয়ের ভেতরে। অবাক হয়ে দেখল, আলমারির দরজায় হুড়কো লাগানো নেই।

'আমি এখনো বলব, সোমবার রাতে হুড়কোটা লাগানো ছিল,' গার্ড বলল। 'এদিক দিয়ে যেতে পারেনি কেউ।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'না পারলে খুলল কেন? আর কেউ না পারলেও সে রাতে ওই আলো জ্বেলেছিল যে, সে ঠিকই পেরেছিল।'

আর সেই লোক, ভাবল কিশোর, ল্যাবরেটরিটা ভালোমতো চেনে; এর কোথায় কী আছে, সব জানে। এমনকি আলমারির ভেতর যে হুড়কো রয়েছে, সেটাও জানে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিংয়ের পাবলিক ফোন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে ডা. অ্যাডাম ফ্রিম্যানের অফিসে ফোন করল কিশোর। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইল। অ্যাটেনডেন্ট জানালেন, তিনি অফিসে নেই। কোথায় আছেন, জানার জন্য অ্যাটেনডেন্টকে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। নিজের পরিচয় দিল। বলল, খুবই জরুরি ব্যাপার। অ্যাটেনডেন্ট তখন জানালেন, ডাক্তার সাহেব অফিসে নেই, তবে বন্দরে গেলে তাঁর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

অ্যাটেনডেন্টকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। বাইরে এসে, গাড়িতে চেপে, তাড়াহুড়া করে লস অ্যাঞ্জেলেস বন্দরে ছুটল। বন্দরে গিয়ে জানতে পারল, নিজের কেবিন ক্রুজার জাহাজ নিয়ে সাগরে বেরিয়েছেন ডাক্তার, তবে বিকেল নাগাদ ফিরে আসবেন।

বন্দরের রেস্টুরেন্টে বসে বার্গার আর মিল্কশেক দিয়ে ডিনার সারল কিশোর। তারপর ধৈর্য ধরে ডাক্তারের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল। বেলা তিনটার পর জেটিতে ঢুকল ডাক্তার ফ্রিম্যানের কেবিন ক্রুজার। তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে, কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাইল কিশোর। রাজি হলেন ডাক্তার।

কিশোর জানাল, রিচমন্ড কলেজ ক্যাম্পাসের একটা ভূত রহস্যের সমাধান করতে চাইছে ও, আর সে জন্য কোরি অ্যালেঙ্গারের অতীত জানতে চায়। 'তিনি যেখানে চাকরি করেন, সেই ল্যাবরেটরির মালিক বলেছেন আপনার সুপারিশেই ওখানে কোরির চাকরি হয়েছে। বিষয়টা আমাকে খুলে বলতে কোনো অসুবিধা আছে আপনার?'

'না, নেই,' জবাব দিলেন ফ্রিম্যান। 'সাগর থেকে কোরিকে উদ্ধার করেছি আমি। জাহাজডুবি হয়ে সাগরে পড়ে গিয়েছিল ও। এক ঝড়ের রাতে সি কুইন নামের একটা ইয়ট সাগরে ডুবে গিয়েছিল। বেঁচে গিয়েছিল একমাত্র কোরি।'

কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল খুলে বললেন ডাক্তার ফ্রিম্যান। ঝড়ের রাতের পরদিন সকালে নিজের জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। সি কুইনের একটা বয়া ধরে ভাসতে দেখলেন একজন মহিলাকে। তাঁকে তুলে নিলেন। দুর্ঘটনার শক থেকে পুরোপুরি স্মৃতিভ্রংশ হয়ে গিয়েছিল মহিলার। কয়েক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।'

'প্রথমে,' বলে চললেন ডাক্তার, 'বারবার শুধু একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

কথাই বিড়বিড় করছিল মহিলা, "ব্রহ্মা ক্যাটল"। পরের দিকে যখন আরও কথা বললেন, কথা স্পষ্ট হলো, তখন তাঁর কথার টান শুনে মনে হলো, মহিলা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ, টেক্সাসের। যেখানে ক্যাটল, অর্থাৎ গবাদিপশু পোষা হয়।'

'ডুবে যাওয়া ইয়টের মালিক কিংবা মহিলার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'না। সবাই সম্ভবত ডুবে গিয়েছিল ওই ইয়টের সঙ্গে, কোনো প্যাসেঞ্জার লিস্টও পাওয়া যায়নি। ধীরে ধীরে মহিলার স্মৃতিশক্তি কিছুটা ফিরে এল, তখন তিনি আমাকে জানালেন, তাঁর নাম কোরি অ্যালেঙ্গার।'

ইয়টের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানলাম, পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিল ওটা। কোরির জামাকাপড় আর জিনিসপত্র বোধ হয় সব ইয়টেই ছিল, ইয়টের সঙ্গে ডুবে গেছে। একেবারে অসহায় অবস্থা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য স্যাবাক মেডিকেল ল্যাবরেটরিতে তাঁর একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলাম।'

বাড়ি ফিরে, খেতে বসে, চাচাকে সব জানাল কিশোর। কোরি অ্যালেঙ্গারের ভয়ানক দুরবস্থার কথা, কীভাবে তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন ডাক্তার ফ্রিম্যান, সব বলল চাচাকে।

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। 'আমি অবাক হইনি। ডাক্তারের পরোপকারের কথা অনেক শুনেছি।'

'তাঁকে তুমি চেনো নাকি, চাচা?'

'ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তবে তাঁর খ্যাতির কথা জানি। শুধু পরোপকারই নয়, মানুষের চিকিৎসাও করেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের একজন বড় প্লাস্টিক সার্জন তিনি।'

'প্লাস্টিক সার্জন?' চাচার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'হ্যাঁ, কেন? সার্জন শুনে চমকে উঠলি যে?' চাচা জিগ্যেস করলেন।

'আমি শিওর না...তবে হতেও পারে,' চাচার কথা জবাব না দিয়ে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। কয়েক মিনিট চুপচাপ খাবার চিবাল। গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত। খাওয়া শেষ করেই উঠে গিয়ে ফোন করল ডাক্তার ফ্রিম্যানকে। কয়েক মিনিট কথা বলল তাঁর সঙ্গে।

রিসিভার সবে নামিয়েছে, এই সময় ঘরে ঢুকল মুসা। কী কী করে এসেছে, কিশোরকে তার রিপোর্ট দিতে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে মুসা যে খবর জানাল, সেটা কিশোরকেও উত্তেজিত করে তুলল। মুসা জানাল, হোটেল থেকে বেরিয়ে টিনা হার্বার্ট সোজা রিচমন্ড কলেজে প্রফেসর জনসনের বাসায় চলে গেছে, আর সেখানে এখন পাহারা দিচ্ছে রবিন। রবিনকে রেখে খবরটা কিশোরকে জানাতে ছুটে এসেছে মুসা।

'খুব ভালো করেছ!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'চলো এখন, আমরাও যাই। অবস্থাটা দেখে আসি।'

'হ্যাঁ...যাব।' দ্রুত ডায়নিং টেবিলের দিকে চোখ বোলাল মুসা। 'কিন্তু পেটের ভেতর যে ছুঁচো নাচছে, ওটাকে না তাড়িয়ে যাই কীভাবে? সত্যি বলছি, কিশোর, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।'

হেসে ফেলল কিশোর। 'ঠিক আছে। খেয়ে নাও।'

আট

শিগগিরই আবার স্টোনভিলের দিকে গাড়ি ছোটাল কিশোর। পাশে বসা মুসা। প্রফেসর জনসনের বাড়ির সামনে চলে এল। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বাড়ির ওপর চোখ রাখছিল রবিন। কিশোরদের দেখে বেরিয়ে এল।

'টিনা কি এখনো ভেতরেই আছে?' জিগ্যেস করল কিশোর।

'আছে, যদি পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে না থাকে,' জবাব দিল রবিন।

'গুড। এখন আমি কী করব মন দিয়ে শোনো।' দ্রুত ওর প্ল্যানের কথা দুই সহকারীকে জানাল কিশোর। তারপর গাড়ি থেকে ছোট একটা কাগজের ব্যাগ বের করে এনে দিল রবিনের হাতে। মেরি চাচি দিয়েছেন রবিনের জন্য। স্যান্ডউইচ, আপেল, আর পানির বোতল।

'আমি কাজ সেরে আসি,' কিশোর বলল। 'এই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

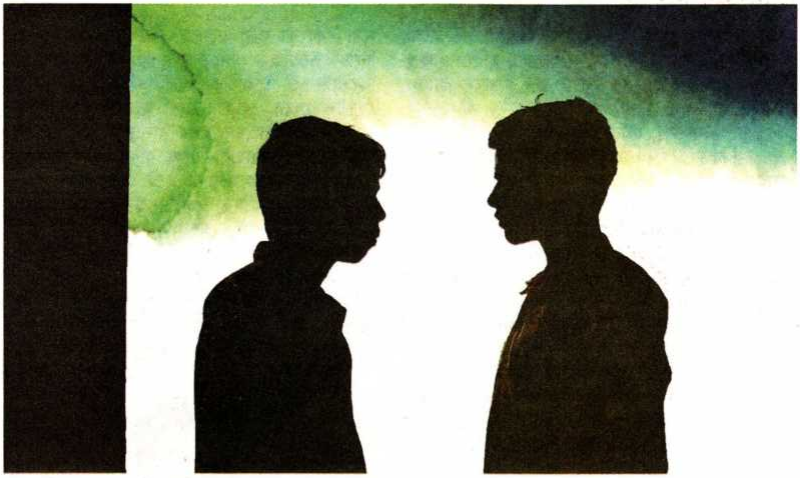

সুযোগে তুমি খেয়ে ফেলো। মুসাকে নিয়ে ভাবনা নেই। ও আমাদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছে।'

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে রবিনের; ব্যাগ থেকে ওর খাবার খোলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল। কিশোরকে ধন্যবাদ দিল।

দুই সহকারীকে ঝোপের কাছে রেখে, রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টা বাজাল কিশোর। খুলে দিলেন প্রফেসর জনসন। অস্বস্তি বোধ করলেন। এ সময় কিশোরকে দেখবেন আশা করেননি। ইতস্তত করে বললেন, 'আমি...ইয়ে...আমি এখন খুবই ব্যস্ত।'

'অসুবিধা নেই। আমি দেরি করব না,' মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর। প্রফেসর জনসনের অনুমতি ছাড়াই তাঁর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

লিভিং রুমে বসে থাকতে দেখা গেল টিনা হার্বার্টকে। কিশোরের অপ্রত্যাশিত আগমনে মোটেও খুশি হলো না। 'এসেই যখন পড়লে,' তিক্তকণ্ঠে বলল ও, 'দয়া করে বলবে কি, ওই দলিলটার বৈধতা প্রমাণ করতে কত সময় লাগবে?'

'হয়তো কয়েক দিন,' জবাব দিল কিশোর। 'চাচা ওটা একজন উকিলের কাছে দেবেন। উকিল সাহেব তখন সেটা আদালতে উপস্থাপন করবেন। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখে ওটা আসল কি না, রায় দেবেন।'

পরস্পরের দিকে তাকাল টিনা ও জনসন। দুজনের ভুরুই কুঁচকে গেছে। তারপর যেন হঠাৎ করেই মনে পড়ল এমন ভঙ্গিতে কিশোর বলল, সংক্ষেপে তার তদন্তের রিপোর্ট লিখে কলেজের অফিসে রেখে যেতে চায়। ডিন হয়তো দেখতে চাইবেন। বাড়ি থেকে লিখে আনতে মনে ছিল না, সময়ও ছিল না। এখন লেখার জন্য জনসনের টাইপরাইটারটা ব্যবহারের অনুমতি চায়।

'লেখো,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিলেন জনসন। মাথা ঝটকা দিয়ে ইশারায় নিজের স্টাডিরুমটা দেখিয়ে দিলেন।

দরজা দিয়ে ডেস্কটা দেখতে পেল কিশোর। ডেস্কে রাখা টাইপরাইটারটাও দেখল। জিগ্যেস করল, 'কাগজ কোথায় পাব?'

'ওখানেই পাবে।'

কয়েক মিনিট টাইপ করার পর, কাগজটা মেশিন থেকে বের করে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল কিশোর।

'কী, তোমার কাজ শেষ হলো?' বিরক্তির হাসি হেসে জিগ্যেস করল টিনা।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল কিশোর। 'হয়েছে। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, আমাকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে।'

'মিথ্যা কথা? কোন ব্যাপারে?' প্রশ্ন করলেন জনসন।

'বলছি। আপনার টাইপরাইটারটা ব্যবহার করেই মিথ্যা বলা হয়েছে যে শিওর হলাম। আমি আসলে আপনার মেশিন দিয়ে ওই দলিলটার একটা কপি করছিলাম, যাতে মিলিয়ে দেখতে পারি। বুঝলাম, এই টাইপরাইটার দিয়েই দলিলটা টাইপ করা হয়েছে।'

'কী!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জনসন। টিনাও লাফিয়ে উঠল। 'কী বলতে চাও তুমি?' ভুরু নাচালেন জনসন। 'দলিল নকলের অভিযোগ আনছ তুমি আমাদের ওপর?'

'এখনো আনিনি,' কিশোর বলল। 'তবে আনা হবে। বনের ভেতরের কেবিনে পাওয়া দলিলটা এই টাইপরাইটার দিয়ে টাইপ করেই নিয়ে গিয়ে বাক্সে রাখা হয়েছে। কবিতাটাও, আমার ধারণা, লরা লেখেননি। অন্য কেউ লিখে দলিলের সঙ্গে বাক্সে ভরে রেখেছে। বোঝানোর জন্য যে, লরা তাঁর সম্পত্তি টিনাকে দান করে গেছেন। জালিয়াতিটা বুঝতে পারছেন? যা-ই হোক, আপনাদের দুজনকে সাবধান করে দিচ্ছি, আপনাদের সন্দেহের আওতায় রাখা হয়েছে। ও, আরও একটা কথা মিস হার্বার্ট, হোটেলের যে পরিচারিকা আপনার রুম গুছিয়েছে, সে জানিয়েছে, আপনার ঘরের আলমারিতে একটা ধূসর রঙের হুডওয়ালা আলখেল্লা, আর একটা সাদা রঙের ডাইনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

মুখোশ পাওয়া গেছে।'

রেগে গিয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করল টিনা আর জনসন। কিন্তু কিশোরের কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। সে তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। এক ব্লক দূরে, অন্ধকার সায়েন্স বিল্ডিংয়ের কালো জানালায় কাঁপা আলো চোখে পড়েছে তার।

'আপনাদের কথা পরে শুনব,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'আমাকে এখন কলেজে যেতে হবে, এক্ষুনি।'

টিনা আর জনসনের বিস্মিত চোখের সামনে দৌড়ে বেরিয়ে এল ও। রাস্তায় পেরিয়ে ঝোপের কাছে এসে দুই বন্ধুকে ডাকল, 'জলদি এসো! ক্যাম্পাসের ভূতটা মনে হয় ফিরে এসেছে!'

নয়

তাড়াতাড়ি গাড়িতে চড়ে কলেজের দিকে ছুটল ওরা। পথে গেট থেকে গার্ডকে তুলে নিল কিশোর। সায়েন্স বিল্ডিংয়ের সামনে গাড়ি থামিয়ে, লাফিয়ে নেমে ছুটল।

সিঁড়ি বেয়ে ওরা দৌড়ে দোতলায় ওঠার সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল। ল্যাবরেটরিতে ঢুকে কোরি অ্যালেঙ্গারকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখল। তাঁর মুখে কালো দাগ লেগে রয়েছে। এ ছাড়া তিনি অক্ষতই আছেন মনে হচ্ছে। সাধারণ পোশাকের ওপর ধূসর রঙের একটা আলখেল্লা পরা ছিল গেছে আলখেল্লাটা।

ঘরে শুধু একটা বানসন বার্নার জ্বলছে। জানালা দিয়ে দেখা মৃদু আলোর উৎস এই বার্নারটাই, বুঝতে পারল কিশোর। ওঅর্ক বেঞ্চে কিছু ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি দেখা গেল, যেগুলোর সাহায্যে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। বিস্ফোরণেই ওগুলো ভেঙেছে, বোঝা গেল। ছাতেও বিস্ফোরণের আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল। পুরো আঘাতটা ওখানেই গিয়ে লেগেছে। ভাগ্যিস, কোরির গায়ে লাগেনি। তাঁর গায়ে শুধু আঁচ লেগেছে।

সুইচ টিপে মাথার ওপরের ফ্লুরোসেন্ট বাতিটা জ্বেলে দিল গার্ড। উদ্বিগ্ন হয়ে কোরির দিকে তাকাল তিন বন্ধু। আকর্ষণীয় চেহারার একজন মহিলা। বিস্ফোরণের ধাক্কা কাটিয়ে ধীরে ধীরে হুঁশ ফিরে আসছে। তিনজনে মিলে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে ল্যাবরেটরির একটা হাতাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

'তোমরা এখানে কেন এসেছ?' বিড়বিড় করে প্রশ্ন করলেন কোরি।

'বলছি, আগে আপনি ঠিক হোন,' কিশোর বলল। 'এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন, প্রফেসর ওয়াইল্ডার?'

'হ্যাঁ, করছি, থ্যাংক ইউ।'

কিশোরের কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা, রবিন ও গার্ড।

'কী-কী-কী বলতে চাও তুমি?' তোতলাতে লাগল গার্ড। 'প্রফেসর ওয়াইল্ডার? তিনি তো কবেই মারা গেছেন!'

'সাময়িকভাবে ভূত হয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা বলা যেতে পারে সবাই তাঁকে ভূত ভাবতে আরম্ভ করেছিল,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'তবে মারা যাননি।'

কী ঘটেছিল বুঝিয়ে বলল কিশোর। সেই ঝড়ের রাতে উত্তেজিত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে সত্যিই অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন লরা। ওপর থেকে খাঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল তাঁর গাড়ি। নিশ্চয় পড়ার পর দরজা খুলে গিয়েছিল। তাঁর দেহটা গাড়ি থেকে বেরিয়ে নদী দিয়ে ভেসে গিয়েছিল উপসাগরের দিকে।

'প্রচণ্ড ঝড়ে কয়েকটা বোট আর জাহাজ ডুবে গিয়েছিল সেই রাতে,' কিশোর বলল। 'ওগুলোরই একটা সি কুইন। ভাগ্যক্রমে ওই জাহাজটার একটা লাইফবোট পেয়ে যান লরা। ওটা ধরে ভাসতে থাকেন। সাগর থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন ডাক্তার অ্যাডাম ফ্রিম্যান।'

কোরি ওরফে লরা মনোযোগ দিয়ে কিশোরের কথা শুনছেন। চাঁদি চেপে ধরে মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, সব এখন মনে পড়ছে আমার। ভেসে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম আমি। হাতের কাছে কাঠকুটো যা-ই পাচ্ছিলাম, আঁকড়ে ধরছিলাম। এভাবেই পেয়ে গেলাম একটা লাইফবোট। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোনোমতে নিজেকে টেনে তুলেছিলাম বোটটায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

©mmhs013

আবার বলতে লাগল কিশোর, 'আমার বিশ্বাস, অ্যাক্সিডেন্টে মাথায় বাড়ি খেয়েছিলেন আপনি। মুখও কেটে গিয়ে বিশ্রী ক্ষত তৈরি হয়েছিল। একে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের ভয়ানক হতাশা, প্রচণ্ড অপমান, আর অ্যাক্সিডেন্টের আঘাতের কারণে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল আপনার। তাই ডাক্তার ফ্রিম্যান আপনাকে উদ্ধার করার পর নিজের আসল পরিচয় জানাতে পারেননি। উদ্ধার করার পর ডাক্তার আপনাকে সেবাযত্ন করে শুধু সারিয়েই তোলেননি, প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের বিকৃতিগুলোও স্বাভাবিক করে দিয়েছিলেন। ছেলেবেলার অ্যাক্সিডেন্টের আর কোনো চিহ্নই থাকেনি আপনার মুখে। সুন্দরী নারীতে পরিণত হন আপনি। চেহারার পরিবর্তন হলেও মনের পরিবর্তন ঘটেনি আপনার, স্মৃতি ফিরে পাননি।'

বলতে লাগল কিশোর, কোরি অ্যালেঙ্গার তাঁর বিস্মৃত মনেরই একটা অতিকল্পনা। নিজেকে তিনি একজন ওই রকম মহিলা ভাবতে ভালোবাসতেন—সুন্দরী, ধনী, সারা পৃথিবী ভ্রমণকারী।

'বিজ্ঞানী হলেও একটা রোমান্টিক মন ছিল আপনার,' কিশোর বলল। 'কবিতা লেখার পাশাপাশি লরার নামে চিঠিগুলোও আপনিই লিখেছেন। লরার নাম আর রিচমন্ড কলেজের ঠিকানাটা কোনোভাবে রয়ে গিয়েছিল আপনার স্মৃতিতে। তাই কোরি হওয়ার পর কল্পিত বান্ধবীর কাছে চিঠি লিখতেন। ছোটবেলায় টেক্সাসে থাকতেন। কোরি হয়ে গিয়ে কথার সেই পুরোনো টান ফিরে এসেছিল আপনার।'

কিশোরের কথায় সমর্থন জানালেন লরা। জানালেন, স্মৃতি হারানোর পর প্রায়ই একটা অদ্ভুত যন্ত্রণাবোধ চাপ সৃষ্টি করত তাঁর মগজে, সাময়িকভাবে ইমোশনাল ব্ল্যাকআউট ঘটত। আর সেটার তাড়নায় মাঝেমধ্যেই রিচমন্ড কলেজে ফিরে আসতেন তিনি, নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো, ঘোরের মধ্যে, সেসব পোশাক পরে, যেগুলো পরে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন, যা পরে তিনি পড়াতেন এখানে। অবচেতনভাবেই কাজগুলো করতেন তিনি। ল্যাবরেটরির চাবি পোশাকের পকেটেই রয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাই তালা খুলতে কোনো অসুবিধা হতো না।

'তারপর ঘোর কেটে গেলে নিজেকে দেখতে পেতাম এখানে,' লরা বললেন। 'আবার আমি কোরি অ্যালেঙ্গার হয়ে যেতাম তখন, কিংবা নিজেকে কোরি অ্যালেঙ্গার ভাবতাম। বুঝতে পারতাম না, কী করে এখানে এসেছি আমি।'

'আমার ধারণা, অবচেতন মনের গভীরে, প্রফেসর ওয়াইল্ডারের ওপর একটা বিতৃষ্ণা ছিল আপনার, কখনোই আর প্রফেসর হতে চাইতেন না,' কিশোর বলল। 'কারণ, ওই জীবনে আপনি ভীষণ অসুখী ছিলেন।' একটু থেমে যোগ করল, 'তবে আমার মনে হয়, সামনে এখন আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আপনার আবিষ্কারকে স্বীকৃতি দিয়েছে ড্রাগ কোম্পানি, রয়্যালটি দিতে চাইছে, ধনী আর বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে যাবেন আপনি এখন। তা ছাড়া একটু আগের ওই বিস্ফোরণটার প্রতিও আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিস্ফোরণের কারণে আবার মাথায় আঘাত পেয়েছেন আপনি, আর তার ফলে আপনার পুরো স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে আবার।'

হাসল কিশোর। 'এবং তার ফলে এখন প্রফেসর জনসন আর সুন্দরী টিনা হার্বার্টের আর কোনো আশা রইল না। আপনার টাকার মালিক আর হতে পারবে না ওরা।'

'কিশোর, একটা কথা,' মুসা বলল, 'প্রফেসর ওয়াইল্ডারই যদি ভূত হয়ে থাকেন—কিংবা বলা যায়, প্রফেসর ওয়াইল্ডারকে সবাই ভূত ভেবে থাকে, তো বনের মধ্যে তুমি যে ভূতটাকে দেখেছ, আমরা যেটাকে বনের কিনারে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, ও কে?'

'অবশ্যই টিনা হার্বার্ট,' জবাব দিল কিশোর। 'প্রফেসর লরা ওয়াইল্ডার মারা গেছেন, শুধু মারাই যাননি, মরে ভূত হয়ে গেছেন, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে টিনা, এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ওই ভূত-ভূত নাটকের অবতারণা। লোভী প্রফেসর জনসনের সঙ্গে যুক্তি করেই এই নাটক করেছিল টিনা। ধূসর আলখেল্লা আর ডাইনির মুখোশ পরে বনের মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াত ও। আমিও গত রাতে ওকেই দেখেছি বনের মধ্যে। আসলে আমাকে দেখানোর জন্যই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টিনার ভূত সাজার আলখেল্লা আর মুখোশটাও পাওয়া গেছে হোটেলের ঘরে।'

'যা-ই হোক, প্রফেসর ওয়াইল্ডার,' রবিন জানতে চাইল, 'কোন ক্যাটালিস্ট ব্যবহার করে ওই রাসায়নিক পদার্থ বানিয়েছিলেন আপনি, সেটা মনে আছে তো? নাকি ভুলে গেছেন?'

হাসলেন প্রফেসর। 'না, ভুলিনি। কখনোই ভুলিনি। ব্রোমেইট। আজ রাতেও আবার সেই পরীক্ষাটা চালাতে গিয়েছিলাম। এতই ভালো কাজ করেছে, আরেকটু হলে বিস্ফোরণের চোটে নিজেকেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। আসলে, ভুল করে ব্রোমেইটের সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে ফেলেছি আমি।'

রাসায়নিক রাখার বোতলের একটা ভাঙা টুকরোর দিকে আঙুল তুলল কিশোর। ওঅর্ক বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে। লেবেলটা এখনো লেগে রয়েছে কাচের গায়ে। তাতে লেখা 'পটাশিয়াম ব্রোমেইট'।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'এ কারণেই বিস্ফোরণটা ঘটেছে।'

কিশোরও মাথা ঝাঁকাল। 'আরও একটা ধাঁধার জবাব পেয়ে গেছি এখন। প্রফেসর ওয়াইল্ডার নাকি বিড়বিড় করে দুটো শব্দ বলেছিলেন, ব্রহ্মা ক্যাটল, যেটার মানে বুঝতে পারেননি ডাক্তার ফ্রিম্যান। প্রফেসর ওয়াইল্ডার আসলে বলতে চেয়েছিলেন 'ব্রোমেইট ক্যাটালিস্ট", উচ্চারণের কারণে যেটাকে ডাক্তার ফ্রিম্যানের মনে হয়েছে "ব্রহ্মা ক্যাটল"। হা হা হা!'

মুসা আর রবিনও হাসল।

আচমকা লাফ দিয়ে উঠে এসে কিশোরের হাত দুটো চেপে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিতে লাগলেন প্রফেসর ওয়াইল্ডার। 'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, আমাকে আবার আমার আসল পরিচিতিতে ফিরিয়ে দিলে, এ ঋণ কীভাবে শোধ করব আমি?'

fb.com/imran2592

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~